বেনীগোরোদ (মস্কোর নিকট), রাশিয়া
19ই জুন 2014

বাণী সংখ্যা 279

মানসিক অনুবন্ধনঃ চতুর্থ।

এই পূর্বাগ্রহের জন্য এক 'ভ্রান্তি'ও বাস্তবিক বলে মনে হয়, ঐ ভ্রান্তি নিজেকে এক বিশিষ্ট 'ব্যক্তি' বা 'আত্মা' নাম দিয়ে নিজেকে যেন-তেন প্রকারে অবিরাম ও স্থায়ী করার চেষ্টা করে যায়। এই ভ্রান্তি অর্থাৎ 'আমি'-র জন্ম, মস্তিষ্কে চিত্তবৃত্তির প্রতিটি উপাদানের মধ্যে 'আমি' আর 'উপাদান'- এই মিথ্যা বিভাজনের কারণে হয়। এই ভাবে চিত্তবৃত্তির উপাদানই 'আমি' কে জন্ম দেয় আর 'আমি' 'উপাদান' কে অবিরাম ভাবে বাড়িয়ে চলে। বস্তুতঃ এখানে দ্বৈত নেই- আছে শুধু অদ্বৈত। কিন্তু এই 'দ্বৈত'- এর আগমন বিচ্ছিন্নতাকারী চিত্তবৃত্তির উপাদান যেমন লোভ, ভয়, আর সমাজের বিশ্বাস-পদ্ধতির উপর নির্ভরতা এইগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে এবং স্থায়ী করতে সাহায্য করে।

জীবন না কখনো জন্মায় আর না কখনো তার মৃত্যু হয়, তাই জীবন 'অতীত জীবন' নিয়ে একেবারেই উৎসাহী নয় আর না উৎসাহী বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচলিত বুদ্ধের অতীত জীবনের বর্ণিত বিভিন্ন গল্প যেগুলি কিনা সমাজের দুর্গন্ধযুক্ত মানসিক বাজারে চালু আছে। ভারতবর্ষে হিন্দুদের ভৃগুসংহিতায় তথাকথিত বিশেষজ্ঞের কাছে আসা কোন দর্শনার্থীর পেছনের জীবন সম্পর্কে বলা কাহিনীতেও জীবনের কোন রুচি নেই। চার্চে যাওয়া খৃষ্টানদের 'পরের জন্ম'-তে 'উদ্ধারকারী' দ্বারা উদ্ধার করা হবে অথবা মসজিদে যাওয়া মুসলমানদের আল্লাহ 'পরের জন্ম'- তে স্বর্গে বাংলো দেবে এইরকম গল্পেও জীবনের কোন রুচি নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন- দের পুর্নজন্মের কাহিনীতে জীবনের কোন রুচি নেই কেননা জীবন কখনো মরে না।

সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, পূর্বাগ্রহ, সামাজিক রীতি-নীতি এবং প্রথা, পর্যাবরণের প্রভাবের কারনে ভ্রান্তি 'আমি' এই সবকিছু কেবল মেনে নেয়, এই জন্য 'আমি' দাবী করে যে তার অস্তিত্ব আছে। একবার এক স্বাধ্যায় প্রবচনে উপস্থিত একজন আমেরিকান ঈশ্বর তত্ত্বের অধ্যাপক ভ্রান্তি 'আমি'-র সত্য শুনে পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করেছিলো। এই 'আমি' 'ঈশ্বর'- কে আমাদের সামনে প্রক্ষেপিত করে যা ওর চরম লোভ, সন্তুষ্টিকরণ, ভ্রান্তি আর নির্ভরতার প্রতীক।

যখন 'সময়' রূপী 'আমি'-র হস্তক্ষেপ বিনা সমস্ত কিছু বোধগম্য হয় তৎক্ষনাৎ সত্যের উপলব্ধি ঘটে এবং এই মিথ্যা 'আমি'-র সমাপ্তি হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরেরও সমাপ্তি ঘটে। অন্তর দুনিয়ায় অবস্থিত সমস্ত রকম প্রদুষণের উপাদানেরও সমাপ্তি হয়। এই সমাপ্তিতেই পূর্ণ এবং বিস্ময়কারী ভগবত্তা যা অনাম, অসীম, অজ্ঞেয়- সহসা তার এক 'ঝলক'-এর রূপে উদয় হয়। আর এর সঙ্গে সঙ্গে তুচ্ছ এবং কাল্পনিক 'আমি'-র সমস্ত অভিজ্ঞতার ধাঁচা ধ্বংস হয়ে যায়।

এই শক্তিশালী গলার্টিপে ধরা চতুর্থ অনুবন্ধনের ফাঁস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব কি? কাউকে অনুকরণ কোরো না - বরং স্বয়ং এটা খুঁজে বের করো।

।। জয় অননুকরণ।।